“ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ”
শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

এডিস মশাবাহিত সংক্রামক রোগ ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকা বিগত কয়েক দশক জুড়ে সারা বিশ্বের বিভিন্ন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে সারা বিশ্বে প্রতি বছরে প্রায় ৪০ কোটি মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ১৯৬৪ সাল থেকে ডেঙ্গুর ঘটনা রেকর্ড করা হলেও নিয়মিতভাবে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব শুরু হয় ২০০০ সাল থেকে এবং ২০১৭ সাল থেকে ডেঙ্গুর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায় ২০২৩ সালে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের সাধারণ প্রবনতা পরিবর্তন এবং বছরব্যাপী এডিস মশা নিয়ন্ত্রন ও ডেঙ্গু মোকাবিলা কার্যক্রম চলমান না থাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ মারাত্মক আকার ধারণ করে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২৫ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৬১ হাজার এবং মৃত্যুর সংখ্যা ১ হাজার ২ শত ৯৫ জন; বিশেষজ্ঞমতে প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা সরকার প্রদত্ত সংখ্যার চেয়ে ১০ গুণ বেশি। ইতিপূর্বে দেশে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের সময়কাল সাধারণত মে-সেপ্টেম্বর হলেও, ২০১৬ সাল থেকে সারা বছরব্যাপী ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ দেখা যায়। ২০২৩ সালে বছরের শুরু থেকেই সারা দেশব্যাপী ব্যাপক আকারে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে। ২০২৩ সালে আক্রান্তের ৬৩ শতাংশই ঢাকার বাইরে। আক্রান্তের সংখ্যা পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় ডেঙ্গু আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যাপক সংকট পরিলক্ষিত হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের মহামারী নির্মূল করার প্রত্যয় (অভীষ্ট ৩) ব্যক্ত করা হলেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ঘাটতির অভিযোগ পাওয়া যায়। ডেঙ্গু ব্যাপকতা বৃদ্ধি-বিষয়ক পূর্ব সতর্কতা থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাসময়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণে ঘাটতি, মশা নিয়ন্ত্রণে অব্যবস্থাপনা, কীটনাশক ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি, চিকিৎসা ব্যবস্থার পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ না করায় রোগীদের হয়রানি ও মৃত্যু, চিকিৎসা সামগ্রীর সংকট তৈরি ইত্যাদি অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। ইতিপূর্বে টিআইবি ২০১৯ সালে ডেঙ্গুর ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষিত্রে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে এবং এই চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে ধারাবাহিকভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে টিআইবি এ বছর (২০২৩) জুলাই মাসে পুনরায় ডেঙ্গু রোগের ব্যাপক প্রকোপ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করণীয় হিসাবে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণাসহ কিছু সুপারিশমালা প্রস্তাব করে। প্রায় দুই দশক ধরে অব্যাহত থাকা ডেঙ্গু সংকট মোকাবিলায় টিআইবিসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ নানাবিধ সুপারিশ প্রস্তাব করলেও এই সুপারিশ বাস্তবায়ন কতটুকু কার্যকর হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা থেকে এবং সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য খাতে টিআইবির চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে “ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ” শীর্ষক এই গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী এবং এর পরিধি বা আওতা কতখানি?

গবেষণাটির সার্বিক উদ্দেশ্য হলো ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। আর গবেষণাটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে এবং ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। পাশাপাশি ডেঙ্গু চিকিৎসা ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুপারিশ প্রদান করা। গবেষণায় এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, যথা– এডিস মশা প্রতিরোধ পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, মশা নিধন জনবল ও উপকরণ, সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ, কীটনাশকের মান ও কার্যকারিতা পরীক্ষা এবং মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বয়-বিষয়ক কার্যক্রমসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া এর আওতায় ডেঙ্গু চিকিৎসা ব্যবস্থা, যথা– রোগ-নির্ণয় (সরকারি ও বেসরকারি), চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম (সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল), চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ ও চিকিৎসা সামগ্রীর বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়হসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গবেষণায় আক্রান্তের সংখ্যা বিবেচনায় ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সর্বোচ্চ আক্রান্ত ১০টি জেলার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হলো– স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, সরকারি হাসপাতাল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হলো– প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম। গবেষণাটিতে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারও (সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কীটতত্ত্ববিদ ও জনস্বাস্থ্য গবেষক) নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

গবেষণা সময়কাল ছিল ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ অক্টোবর ২০২৩।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা-পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত চারটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যথা– তথ্যের নির্ভরশীলতা, স্থানান্তরযোগ্যতা, নিশ্চয়তা ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিতে সকল সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

এই গবেষণায় এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম যথা– এডিস মশা প্রতিরোধ পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গুর পূর্বাভাস, মশা নিধন জনবল নিয়োগ, প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় ও সরবরাহ, কীটনাশকের মান ও কার্যকারিতা পরীক্ষা, মাঠ পর্যায়ে সমন্বিত-পদ্ধতি প্রয়োগ, মশা নিধন কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি, রোগ-নির্ণয়, চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম, চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ, চিকিৎসা সামগ্রীর বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়হসমূহ সুশাসনের ছয়টি সূচকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুশাসনের ছয়টি সূচকের মধ্যে রয়েছে সক্ষমতা ও কার্যকারিতা, সাড়া প্রদান, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং অংশগ্রহণ ও সমন্বয়।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ ধারাবাহিকভাবে সারা বছরব্যাপী বিদ্যমান থাকলেও এই রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিকভাবে পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি; আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড ও আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসরণ না করে এবং বাংলাদেশের কোভিড সংকট মোকাবিলার অভিজ্ঞতাকে কাজে না লাগিয়ে সমন্বয়হীনভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধ এবং মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে। সুনির্দিষ্ট কৌশলবিহীন ও বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কার্যকর না হওয়া এবং ডেঙ্গুর প্রকোপ সারাদেশব্যাপি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া ও বছরব্যাপি অব্যাহত থাকার অন্যতম কারনও হচ্ছে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি। ঢাকার বাইরে এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ডেঙ্গু রোগের পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকা এবছর আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা ব্যাপক আকার ধারণের অন্যতম কারণ।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

গবেষণাটিতে ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২১টি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হলো– ডেঙ্গুকে জাতীয় স্বাস্থ্য সংকট হিসেবে বিবেচনা স্বাপেক্ষে যথাযথ রাজনৈতিক ও সরকারিভাবে গুরুত্ব প্রদান করে বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা ও মানদণ্ড অনুসরণ করে এডিস মশাসহ অন্যান্য মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে "ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড ভেক্টর ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান" প্রণয়ন করতে হবে; পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং অংশীজনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে; মশক নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার পদ্ধতির (পরিবেশগত পদ্ধতি, জৈবিক পদ্ধতি, রাসায়নিক পদ্ধতি, যান্ত্রিক পদ্ধতি) ব্যবহার নিশ্চিত করে সারা দেশে বছরব্যাপি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; উপযুক্ত কীটনাশক নির্ধারণ, কীটনাশকের কার্যকরতা ও মশার কীটনাশক সহনশীলতা পরীক্ষা, বিভিন্ন পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগসহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত সকল ধরনের মশক নিধন কার্যক্রম তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে; দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র হতে ডেঙ্গু রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা বিষয়ক তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রাক বর্ষা মৌসুমে কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে ডেঙ্গু রোগী চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিতে হবে; মশক নিধনে এলাকা/মহল্লাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে হবে এবং মশক নিধন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে নিয়মিতভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করতে হবে; সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা নিয়ে প্রতিবছর ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব শুরুর পূর্বেই সারা দেশে নিয়মিতভাবে মশা জরিপ করতে হবে; প্রতিটি জেলায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র চালু করতে হবে ও বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষার সুবিধা রাখতে হবে; জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, কীটতত্ত্ববিদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি গবেষণা সংস্থার মাধ্যমে ডেঙ্গু বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে এবং মশক নিধন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলার বিষয়গুলো তদন্ত করে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে ।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org